সমাজবন্ধু সিরিজ ঃ এক

এই সেই সুবিশাল মুদিখানা। রিটেল ভবিষ্যৎ। দুরন্ত কেতার।
পায়ে চাকা বেঁধে এসে এইখানে ট্রলি ভর্তি করে
নিয়ে যান ডাল আর মুড়ি আর জেলি ও বাতাসা
নিয়ে যান চিজ আর ক্রিম আর পাঁউটি ও কেক
এই সেই বাধাহীন নিপুণ মসৃণ
স্বর্গদেশ মোটামুটি সবকিছু স্বয়ংচালিত।

এখানে কর্ম হয় নীরবে ও যন্ত্রবৎ, দ্রুত।
এখানে কর্ম হয় দেবতার অমোঘ নির্দেশে।
এখানে দেবতাদের দেখা যায় না, দেবতারা রচিত পুতুল
ধূসর ঊর্দি আর ধূসর পাজামা পরে ব্যবসা সামলান
মুখে কোনও রেখা নেই কথাবার্তা নেই
টপাটপ বস্তু ধরে বস্তু ছুঁয়ে প্যাকেটে ভরেন
খচাখচ দাম ওঠে যন্ত্রমধ্যে, অনিবার্য নিয়তির মতো।

এ অঞ্চলে সাদা সব। স্নুদ সব, সাধু নেই, অসাধুও নেই।
লাল আলো দেখে নেয় প্রতিটি বস্তুর নিজ দাম।
স্যাঁৎ করে চলে যান যন্ত্রমধ্যে ত্রেতারাও, 'পাশ',
ঝকঝকে, ঝামেলাহীন, বিড়ম্বনাহীন চারিপাশ।

শুধু ঠিক বাইরে এক উর্দিপরা সিকিউরিটিম্যান
ধূসর জামাটি খুলে অন্য উর্দি - বালকের পেট দেখে নেন
বাইরে যাবার আগে ঈশ্বরের অমোঘ নির্দেশে
একজন পুতুলের হাত চেক করে নেয় অন্য এক পুতুলের জঙঘা ও কোমর
লুকিয়ে ভেতরে গুঁজে যদি কিছু নিয়ে যায় শেষে ?

সমাজবন্ধু সিরিজ দুই

টাই - পরা যুবক দেখলে আজকাল দুঃখ হয় খুব।
কিছু বেচতে পাঠিয়েছে কেউ তাকে গৃহস্থের দোরে।
ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে সে বেচেছে বই বা কলম।
জলের মেশিন বেচে সে পেয়েছে ছোট কমিশন।
কেউ তাকে প্রতিদিন কতগুলি বেচাবেচি হলো
সে -হিসেব নিয়ে খুব ধমকেছে, বলেছে পারো না।

সে পারে না। সে - যুবক টাই পরে ঘামতে ঘামতে ঘোরে
কী কী সে পারে না তাই জানতে জানতে গৃহস্থের দোরে।

বিত্রয়ক্ষমতাহীন টাই - পরা যুবকেরা যায়
শনিবারে রবিবারে গৃহস্থের পাড়ায় পাড়ায়।
কথা বলে কথা বলে টুপি পরানোর জন্য খাটে।
গৃহস্থেরা বোকা নয়, সন্দেহেও তারা আস্থা রাখে।
দরোজা আড়াল ধরে প্রশ্ন করে, মেপে দেখে লোক।
অনাস্থা হজম করে যুবকের চোখ নিষ্পলক।

সবকিছু সয়ে যায় টাই -পরা যুবকের। তখন সে একা একা ঘোরে
পার্কে টিফিন খায় বাক্সো খুলে, চারভাঁজ মালটুকু মেলে
টাই আলগা করে দিয়ে সে ঘুমায় একেলা বেঞ্চিতে
তখন আর দুঃখ হয় না। তখন সে শুধু একটা ছেলে।

যশোধরা রায়চৌধুরী

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com